তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৯৯৩

**মির্জা ফখরুলেরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে ভয় পায়**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসবাদ ও দেশ বিরোধী কোনো চক্রের কাছে আপস করবে না। আর আপস করবে না বলেই শেখ হাসিনাকে টার্গেট করা হয়েছে। মির্জা ফখরুলেরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে ভয় পায়। কারণ তারা জানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের মূল উৎপাটন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কুখ্যাত রাজাকার সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীদের বিচার হয়েছে বলে মির্জা ফখরুলেরা ভয় পায়। আর তাই তারা মিথ্যা কথা বলে আমেরিকা ও পশ্চিমাদেশগুলোতে গিয়ে বিচার দেয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলার মঙ্গলপুর মাইনুল হাসান মহাবিদ্যালয়ের নবনির্মিত ৪তলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন শেষে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মঙ্গলপুর মাইনুল হাসান মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি গোপেন্দ্র নাথ দেবশর্মার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফুজ্জামান মিতা। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিরল উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, দিনাজপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম শাহিনূর ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আফছানা কাওছার, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুকুজ্জামান চৌধুরী মাইকেল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই প্রজন্মকে আগামী ৪১ সালের স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিতে হবে। একসময় মানুষ সিঙ্গাপুর দেখতে লাভ ইন সিঙ্গাপুর সিনেমা দেখত। এখন সিঙ্গাপুর দেখার জন্য লাভ ইন সিঙ্গাপুর সিনেমা দেখতে হয় না বা সিঙ্গাপুরে যেতে হয় না। ঢাকা শহরে গেলেই সিঙ্গাপুরকে দেখতে পাওয়া যায়। কি অপরূপ দৃশ্যতে বাংলাদেশ বদলে গেছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কী হয়েছিল। সেটা এই প্রজন্মকে জানতে হবে। কেন আওয়ামী লীগের নেতারা বেদনা কষ্ট নিয়ে রাজনীতি করে। কেন আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছি। কেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স। আমাদের যে অকুতোভয় সাহস নিয়ে কেন আমরা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছি। কেন আমরা দেশের প্রশ্নে আমেরিকা ও পশ্চিমাদের সাথে আপস করছি না। সেটা এই প্রজন্মকে জানতে হবে। কারণ ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের আখড়া তৈরী করা হয়েছিল।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা যে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল চিন্তা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ানোর কথা বলছি। সেটা তাদের বুঝে আসবে না। আগামী দিনে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে এই বিষয়গুলো জেনে এই প্রজন্মকে দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯২

**শেখ হাসিনা এখন বিশ্ব নেতৃত্বের মধ্যমণি**

**---এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। মেধায় সেরা, যোগ্যতায় সেরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তিনি সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারেন। যে কারণে বিশ্বের যেকোনো সভায় তাকে বিশ্বনেতারাও সম্মানের আসন দেয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন বিশ্ব নেতৃত্বের মধ্যমণি। কারণ, তিনিই একমাত্র কোনো দেশের সরকারপ্রধান, যিনি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৯বার ভাষণ দিয়ে বিশ্বে বিরল রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভূমখাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত নৌকা মার্কার প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বনেতারা বলেছেন- সততা, মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে শেখ হাসিনা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারেন। তাঁর হাতেই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ নিরাপদ। আগামী নির্বাচনেও দেশের জনগণ আবারো শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করবে।

তিনি বলেন, বিএনপি নেতারা ধোকাবাজ, দুর্নীতিবাজ। তাদের কথা কেউ শোনে না। বিএনপি আবার ক্ষমতায় গেলে হাওয়া ভবন সৃষ্টি হবে। তারেক-খালেদা দেশটাকে লুটেপুটে খাবে। হাজার কোটি টাকা বিদেশে অর্থ পাচার হবে। এদেশের জনগণ তাদের আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না। এদেশের মানুষ উন্নয়ন অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় আনবে। আর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়ে বিশ্বে বিরল রেকর্ড স্থাপন করবেন।

ভূমখাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, সহ-সভাপতি ওহাব বেপারী, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপ-কমিটির সদস্য জহির সিকদার, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মাল, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২১৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৯১

**ফাইনাল খেলার আগে বিএনপি দেখতে পাবে টিমে ১১ জন নাই**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি বলেছে অক্টোবরে নাকি ফাইনাল খেলা হবে, আমরাও ফাইনাল খেলার জন্য বসে আছি। কিন্তু ফাইনাল খেলার আগে বিএনপি দেখতে পাবে তাদের খেলার টিমে ১১ জন নাই।’ তিনি বলেন, ‘আগামী কয়েক সপ্তাহে দেখতে পাবেন বিএনপির খেলোয়াড়রা টিম ছেড়ে অন্য দলে পালিয়ে গেছে। যে পথে তাদের নেতা শমসের মবিন ও তৈমুর আলম খন্দকার গেছেন, সেভাবে আরো অনেকেই পালানোর তালিকায় আছে।’

আজ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামসুদ্দোহা সিকদার আরজু’র সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আজকে দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বিএনপি কয়দিন গণমিছিল, কয়দিন অবস্থান, আবার কয়দিন হাঁটা, কয়দিন দৌড় কর্মসূচি, কয়দিন বসা কর্মসূচি দেয়। এখন বিএনপির বাকি আছে হামাগুড়ি কর্মসূচি দেওয়া। এখন দেখার বিষয় বিএনপি কখন হামাগুড়ি কর্মসূচি দেয়।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘তারা কর্মসূচি দিয়ে দিয়ে বলেন, সরকারের পতন ঘটাবে। আর সরকারের পতন ঘটাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বিএনপি থেকে সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।’

**‘ভিসানীতিতে সরকার বা দল নয়, বিএনপিই চাপে’**

‘জনগণের ওপর বিএনপির কোন ভরসা নেই, ধীরে ধীরে তাদের সমাবেশ ছোট হয়ে আসছে, এজন্য ঘন ঘন বিদেশিদের কাছে ধরনা দেয়’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেই ভিসানীতি ঘোষণা করেছে তাতে বলা হয়েছে- যারা একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রতিপক্ষ হবে তারাই এই ভিসানীতির মধ্যে আসবে। আর বিএনপি এখন নির্বাচনে বাধা দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। বিএনপি বলছে নির্বাচন প্রতিহত করবে।’ তাহলে কারা এই ভিসানীতির আওতায় আসবে -প্রশ্ন রাখেন তথ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘ভিসানীতিতে সরকার কিংবা আমাদের দল কোন চাপ অনুভব করছি না। আমরা এটিকে স্বাগত জানাই। এটির প্রেক্ষিতে বরং বিএনপির ওপরই চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিদেশিদের কাছে ধরনা দিয়েও কোন লাভ হয় নাই। একটি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে।’

চলমান পাতা/২

--০২--

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বিদেশি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘এই দেশ আমাদের, এদেশে নির্বাচন কীভাবে হবে সেটি আমরা ঠিক করব, নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে। আমাদেরকে গণতন্ত্র কাউকে শেখাতে হবে না। আমরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা জানি। কীভাবে সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় সেটিও আমরা জানি।’

তথ্যমন্ত্রী প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, ‘দেশে অবশ্যই আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। এবং সেই নির্বাচনে ধসনামা বিজয়ের মাধ্যমে আবারো জননেত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো সরকারপ্রধান হিসেবে শপথগ্রহণ করবে।’

যুবলীগকে আওয়ামী লীগের ভ্যানগার্ড শেখ হাসিনার অগ্রগামী বাহিনী উল্লেখ করে হাছান বলেন, ‘বিএনপি রাঙ্গুনিয়ায় এখন গর্তের মধ্যে ঢুকে আছে। গর্তের ভেতর থেকে মাথা তুলে উঁকি দেয়, গর্ত থেকে যাতে বের হতে না পারে সেজন্য যুবলীগকে সতর্ক পাহারায় থাকতে হবে। তারা করোনাসহ কোন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে রাঙ্গুনিয়ার কারো পাশে দাঁড়ায়নি। ভোটের সময় ভাঁজওয়ালা পাঞ্জাবি পড়ে মাঠে নামবে শীতের পাখির মতো। গতবার ধানের শীষ বর্গা দিয়েছিল বলে রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপির মহিলা নেত্রীরা ঝাড়ু মিছিল করেছিল। এবার কাকে দেই, সেটিই দেখার বিষয়।’

উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইউনুচের সঞ্চালনায় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবলীগের সভাপতি এস এম রাশেদুল ইসলাম, প্রধান বক্তা ছিলেন উত্তর জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুর রহমান সোহাগ, সদস্য নিয়াজ মোর্শেদ এলিট প্রমুখ।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৯৯০

**সাংস্কৃতিক বিনিময় ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করেছে**

**- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রায় ১১ হাজার সৈন্য আমাদের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, শহিদ হয়েছে। সেজন্য ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, নিবিড়, আত্মিক ও রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। সাংস্কৃতিক বিনিময় এ বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করেছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে লিভিং আর্ট আয়োজিত চিত্রপ্রদর্শনী সে ধরনের একটি আয়োজন। যেখানে বাংলাদেশের ৭৬ জন ও ভারতের ১৬ জন সহ সর্বমোট ৯২ জন চিত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় লিভিং আর্ট আয়োজিত ‘ইন্দো-বাংলা বন্ধন গ্রুপ শিল্প প্রদর্শনী ২০২৩’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, আগে আমাদের গ্রামে-গঞ্জে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদী, মারফতি, গাজীর গান প্রভৃতি শোনা যেত। তবে আধুনিকতার সংস্পর্শে আমাদের এসব লোকজ গান ও ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন আমাদের গান চর্চা হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব সহ বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে। তবে সেটি খারাপ কিছু নয়। সেজন্য আমাদের আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

লিভিং আর্ট -এর পরিচালক ড. বিপ্লব গোস্বামী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শাহ আজম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী ও বাংলাদেশ যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট ড. শামীম আল সাইফুল সোহাগ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিসিআর হিন্দি চেয়ার ড. পুনম গুপ্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী জাতীয় চিত্রশালা ভবনের ৬ নং গ্যালারিতে লিভিং আর্ট আয়োজিত এ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

প্রতিমন্ত্রী পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ-কোরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় ঢাকাস্থ দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাস আয়োজিত 'Korean Music Live Concert' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

#

ফয়সল/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৯

**‍‍‍‍‍ চিনিকলগুলোকে লাভজনক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে**

**---শিল্প সচিব**

মধুখালি (ফরিদপুর), ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেছেন, দেশের চিনিকলগুলোকে লাভজনক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চিনিকলগুলোতে শুধু চিনি উৎপাদনের উপর নির্ভর না করে উপজাত দ্রব্যকে ব্যবহার করে পণ্য তৈরিতে জোর দেয়া হচ্ছে। দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের নিয়ে যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে।

আজ ফরিদপুর জেলার মধুখালিতে ফরিদপুর সুগার মিলের ফসুমি প্রশিক্ষণ ভবনে গুণগত মানসম্পন্ন আখ উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আখচাষি, শ্রমিক - কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব একথা বলেন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ আরিফুর রহমান অপুর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ কামরুল আহসান তালুকদার।

শিল্প সচিব বলেন, চিনি শিল্পের সুদিন ফিরিয়ে আনতে এবং আখ চাষে কৃষকের উদ্বুদ্ধ করার জন্য আখের মূল্য বৃদ্ধি করে প্রতিমণ আখ ২২০ টাকা করা হয়েছে। আসন্ন ২০২৩-২৪ মৌসুমে মণ প্রতি ২৪০ টাকা প্রদান করা হবে। কৃষকদের মাঝে সরকারিভাবে ভালো জাতের আখের বীজ ও সার সরবরাহ করা হচ্ছে। বিকাশের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কৃষকদের আখের মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর সহায়তায় উচ্চ ফলনশীল আখ চাষের পাইলটিং করে একর প্রতি আখ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

সচিব আরো বলেন, ‘বন্ধু সেবা’ অ্যাপস চালু করা হয়েছে, এতে প্রায় ৬৫ হাজার আখ চাষি যুক্ত আছে। এর মাধ্যমে কৃষকরা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাচ্ছেন। যে ছয়টি চিনিকলে আখ মাড়াই কার্যক্রম স্থগিত আছে, সে সকল মিল এলাকায় আখ উৎপাদন অব্যাহত আছে। উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে আখ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করার কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের কাছে সরকারের পাওনা টাকা বা ঋণ পরিশোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এই ঋণের ওপর যেন বছর বছর সুদ যুক্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ যেমন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে তেমনি চিনি শিল্পসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারি সেলক্ষ্যে আমাদের সার্বিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ফরিদপুর সুগার মিলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার তাগিদ দিয়ে সচিব বলেন, এ চিনিকলটি বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। যথাযথ পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব আশা করি।

#

মাহমুদ/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২০১৩ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৮

**ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগে**

**ভূমি অফিসে গুণগত পরিবর্তনের আশা**

**---ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তরে ১ হাজার ১৬৪টি ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) সুপারিশ করেছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিপিএসসি তার দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে এই তালিকা প্রকাশ করে।

স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপনের বিষয়টি সামনে রেখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি ব্যবস্থাপনায় মেধাবী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগে যথাসম্ভব বিপিএসসির মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতায় সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি-এমন এমন প্রার্থীদের প্যানেল থেকে ভূমি খাতে কাজ করতে আগ্রহী প্রার্থী নিয়োগ প্রদান করতে পারলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানে এক গুণগত পরিবর্তন আসবে বলে ভূমিমন্ত্রী মনে করেন।

বর্তমানে ১২তম বেতন গ্রেডের ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ১১ম গ্রেডে ‘ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা’, ১০ম গ্রেডে কানুনগো এবং ৯ম গ্রেডে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা পদে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তাগণ সারা দেশে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের আওতায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মজীবন শুরু করেন। 'ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা’ পদের প্রাক্তন নাম সহকারী তহশিলদার।

প্রসঙ্গত, ৪০তম বিসিএস পরীক্ষা ২০১৮-এর লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ক্যাডার পদে সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি এমন প্রার্থীদের কাছ থেকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত অধিদপ্তরর/দপ্তরের ক্যাডার বহির্ভূত পদসমূহের পছন্দক্রম প্রদানের জন্য গত ১৯ জুন বিপিএসসি দরখাস্ত আহ্বান করেছিল বিপিএসসি। যারা ঐ সময়ের মধ্যে ৯ম থেকে ১২ তম গ্রেডে নন-ক্যাডার পদে চাকরি পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে অনলাইনে আবেদন করেছিলেন কেবল তাদেরকেই বিবেচনায় রাখার কথা বলা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিতে। বিজ্ঞপ্তিতে বিপিএসসি আরও জানিয়েছিল সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী যোগ্যতা রয়েছে এমন প্রার্থীদের মেধার ভিত্তিতে বাছাইপূর্বক সুপারিশ করার কথা।

দরখাস্ত আহ্বানের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ‘ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা’ পদে ১৩৪২টি ১২তম গ্রেডের পদের বিপরীতে আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল যা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ৯ম-১২তম গ্রেডের মোট ৪৪৭৮টি শূন্য পদের মধ্যে এককভাবে সর্বোচ্চ ছিল। এর মধ্যে উল্লিখিত ১৭৮টি পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যাওয়ায় বিপিএসসি চূড়ান্তভাবে ১ হাজার ১৬৪টি ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে।

#

নাহিয়ান/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৫৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৯৮৭

**আওয়ামী লীগ সরকার দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনবান্ধব সরকার দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে। দেশে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে, ভূমিহীন গৃহহীনদের ভূমিসহ বাসগৃহ প্রদান করা হয়েছে, যা বিশ্বে বিরল। মন্ত্রী বলেন, এ উন্নয়নের জন্য আগামী নির্বাচনে জনগণ আবারও আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করবে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার রতুলী-লক্ষীছড়া রাস্তার উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনি এলাকা মৌলভীবাজার ১ এর উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন, এলাকায় আগর আতর শিল্পের আধিক্য থাকায় উন্নতমানের আগর উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আগর আতরের উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, জুড়ীর লাঠিটিলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে সাফারিপার্ক, মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে কেবলকার স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুনজিত কুমার চন্দ ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সুন্দর প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী পরে বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের নাপিতখাই গোয়ালি রাস্তায় উরুয়া ছড়ার উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৯৮৬

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। এ সময় ৭৬৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ২৬০ জন।

#

 সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৫

**স্মার্ট জনপদ হিসেবে পার্বত্য অঞ্চল দেশের অন্যতম সম্পদে পরিণত হবে**

**---পার্বত্যমন্ত্রী**

বান্দরবান, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সৎ নেতৃত্বের কারণেই তিন পার্বত্য জেলায় শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের জন্য বোঝা নয়, বরং এ অঞ্চল দেশের জন্য স্মার্ট জনপদ হিসেবে অন্যতম সম্পদে পরিণত হবে।

আজ বান্দরবান জেলা সদর পৌরসভার নিউগুলশান ও নতুন পাড়া এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে ৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪টি উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ৯টি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে বান্দরবান আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে পার্বত্যবাসীরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বের কারণে পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিটি পাড়া, মহল্লা গ্রামসহ আনাচে কানাচে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল পাচ্ছে পার্বত্য সাধারণ জনগণ।

পার্বত্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন নিউ গুলশান হাসপাতালের পিছনে আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ কাজের প্রকল্প; জেলখানা এলাকার আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প; জাহাঙ্গীর সওদাগরের বাড়ি হতে পাড়া পর্যন্ত আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প; গণপূর্ত অফিসের সামনে থেকে সাঙ্গু ব্রীজ পর্যন্ত আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প এবং নিউ গুলশান রাধাকৃষ্ন মন্দিরের গীতা স্কুল ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। এছাড়া এদিন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এর বাস্তবায়নে বান্দরবান আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ এবং বীর বাহাদুর স্কুল এন্ড কলেজের আসবাবপত্র সরবরাহ, গেইট নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বীর বাহাদুর।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ শাহআলম, বান্দরবান সদর পৌরসভার মেয়র মোঃ সামসুল ইসলাম, প্যানেল মেয়র সৌরভ দাশ শেখর, বান্দরবান পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি অমল কান্তি দাশ, পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী লেলিন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বান্দরবান ইউনিটের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মোহাম্মদ ইয়াছির আরাফাত উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮১৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮৪

**‍‍‍‍‍সরকার অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে**

**----ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটর ব্যবসায়ীদের পাশে আছে সরকার । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের আশ্বস্ত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছেন, ‘দুই হাত ভরে দিবা, যাতে আমার জনগণ জানতে পারে ও বুঝতে পারে শেখ হাসিনা তাদের পাশে আছে, শেখ হাসিনার সরকার তাদের পাশে আছে।’ প্রধানমন্ত্রী আপনাদের পাশে আছেন, কেউ কষ্ট পাবেন না।

আজ ঢাকায় মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী যেন জানতে পারেন যে, সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সহায়তা পেয়েছে। তাদের হক কোনোভাবে নষ্ট করা যাবে না। দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে পুনর্বাসন করার কার্যক্রমে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল।

এনামুর রহমান বলেন, বেশিরভাগ দোকানে দেখা যায় শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগছে। দক্ষ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ডিজাইন করে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে হবে। যদি সাধারণ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি দিয়ে যেনতেনভাবে লাইন টানা হয়, তাহলে আগুনের ঘটনা বারবার মোকাবিলা করতে হবে। কাজেই শুধু সরকার নয়, জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং জনগণকেও কমপ্লেক্স তৈরিতে এগিয়ে আসতে হবে।

ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমিতির নেতাদের কথা শুনে প্রতিমন্ত্রী ঘোষণা দেন, রোববারের মধ্যে কৃষি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য এক হাজার বান্ডিল টিন ও এক কোটি টাকা দেওয়া হবে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, লাগলে আরো সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের চাল ও নগদ টাকা দেওয়া হবে। আগুন লাগার আগে যার যে পরিমাণ জায়গায় দোকান ছিল তারা যেন আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন। কারও জায়গা কেউ যেন দখল না করে। আগের অবস্থায় কাজ শুরু হবে। কৃষি মার্কেটের মালিক যেহেতু সিটি করপোরেশন, তারা এখানকার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিতে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য সাদেক খান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, স্থানীয় কাউন্সিলর ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সলিমুল্লাহ সলু এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আবুল কালাম আজাদ বক্তৃতা করেন ।

এর আগে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটটির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী।

#

সেলিম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৫৩ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ৯৮৩

**প্রতিটি শিশুকে মীনার চোখে স্বপ্ন দেখতে হবে**

**--প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেছেন, প্রতিটি শিশুকে মীনার চোখে স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সে স্বপ্নকে সফল করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। মীনা যেভাবে সকল প্রতিকূলতা, অজ্ঞতা, অন্ধতা, বৈষম্য, বিভেদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সচেতন হয়ে সাহসের সাথে সব বাধা মোকাবিলা করে শিক্ষার পথে এগিয়ে যায়, তেমনি প্রতিটি শিশুকে মীনার মতো আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে শিক্ষার আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে হবে। কারণ শিক্ষাই মুক্তি।

সচিব আজ ঢাকা পিটিআই মিলনায়তনে ‘মীনা দিবসের’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সচিব বলেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রত্যয়ে কাজ করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ শেলডন ইয়েট।

মিনা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মেলা, শিশুতোষ মঞ্চ নাটিকা, জাদু প্রদর্শনী, পাপেট শো ও মাপেট শো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ বছর মীনা দিবসের প্রতিপাদ্য (থিম) ‘স্মার্ট শিশু স্মার্ট বাংলাদেশ’ ও প্রতিপাদ্য (স্লোগান) ‘স্মার্ট বিদ্যালয় আর স্মার্ট শিক্ষা, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দীক্ষা’।

প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ২৪ সেপ্টেম্বর মীনা দিবস পালন করা হয়। কিন্তু এ বছর ঐ দিন রবিবার হওয়ায় পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত না করতে ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার মীনা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

#

মাহবুবুর/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৯৮২

**মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোনো শক্তি যেন রাষ্ট্রক্ষমতায় না আসে**

**---রাষ্ট্রপতি**

ঢাকা, ৮ আশ্বিন (২৩ সেপ্টেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোনো শক্তি যেন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে না পারে সেদিকে সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।

রাষ্ট্রপতি আজ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেক্টরস কমান্ডার ফোরাম - মুক্তিযুদ্ধ ৭১ এর ৬ষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিগত পনেরো বছরে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি সরকারে থাকায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শাণিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন অনেকেই দেখেছেন কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারাবাহিকতা আর আজীবন সংগ্রাম করে সেই স্বপ্নের সঠিক বাস্তবায়ন করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

অনুষ্ঠানে সমেবত মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে রাষ্টপতি বলেন, ‘আপনারা সবাই বীর, বাঙালি বীরের জাতি। বীরের জাতি মাথা নত করে না, করবেও না’। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বীরের দেশ বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে মর্যাদার আসনে আসীন। যতদিন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অক্ষুণ্ন থাকবে, দেশ এগিয়ে যাবে-রাষ্ট্রপতি বলেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত‍্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেন,  ইতিহাসের জঘন‍্যতম এ গণহত্যায় শহিদ হন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন বাহিনী বিশেষ করে পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অগণিত মানুষ। একাত্তরের ১৩ই জুন বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের লেখা যুক্তরাজ্যের ‘The Sunday Times’ পত্রিকার প্রথম পাতায় ‘GENOCIDE’ শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে এ গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া  তৎকালীন ঢাকাস্থ আমেরিকার কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড-এর স্টেট ডিপার্টমেন্টে লেখা নিয়মিত প্রতিবেদনেও বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের পরিচালিত বর্বরতম গণহত্যার ভয়াল চিত্র উঠে এসেছে।

এসময় রাষ্ট্রপতি গণহত‍্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে ফোরামের সদস‍্যসহ সকলকে নিরলস কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের গণহত‍্যার ওপর সেক্টরস কমান্ডার ফোরাম প্রকাশিত 'Genocide 1971' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন রাষ্ট্রপতি।

অনুষ্ঠানে ফোরামের নেতৃবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

#

শিপলু/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৬৫৮ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৮১

**কানাডায় ৭১’এর গণহত্যার স্বীকৃতি ও প্রদর্শন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত**

অটোয়া, **(কানাডা)** ২৩ সেপ্টেম্বর :

গতকাল কানাডার অটোয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ এবং কনফ্লিক্ট অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট কানাডা (CRRIC)- এর সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ ইন কানাডা (বিসিবিএস) ‘Denial and Recognize: The Case of Bangladesh Genocide’ শিরোনামে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করে। কানাডিয়ান মিউজিয়াম ফর হিউম্যান রাইটসের ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি ও প্রদর্শনের বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে এই সেমিনার আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, কানাডায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. খলিলুর রহমান, কানাডার ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস এন্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ-এর অধ্যাপক ও পরিচালক ড. এডাম মূলার, কানাডিয়ান মিউজিয়াম ফর হিউম্যান রাইটসের কিউরেশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ড. জেরেমি ম্যারন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজের পরিচালক প্রফেসর শেখ হাফিজুর রহমান, Rotary Peacedays-এর প্রতিনিধি Gary Senft, বিংহামটন-এর স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের ভিজিটিং স্কলার ড. তাওহীদ রেজা নূর এবং CRRIC-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. হেলাল মহিউদ্দিন অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এবং একটি জাতিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সংঘঠিত এই সহিংসতার ব্যাপকতা এবং মাত্রার কারণে এর বৃহত্তর স্বীকৃতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একাত্তরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এখনও আমাদের জাতির সম্মিলিত স্মৃতিতে প্রোথিত এবং এর প্রভাব একটি প্রজন্মকে আঘাত করেছে।

হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার তাগিদ পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, অতীতের গণহত্যাকে অস্বীকার করলে তা ভবিষ্যতে তাদের পুনরাবৃত্তিতে ইন্ধন যোগায়। তিনি কানাডিয়ান মিউজিয়াম ফর হিউম্যান রাইটসকে দ্রুত ‘ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স’ গ্যালারি উন্মুক্ত করতে অনুরোধ করেন।

#

জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/কামাল/২০২৩/১১০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৮০

**বাংলাদেশ ও কাজাখস্থানের মধ্যে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি সই**

নিউইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর :

বাংলাদেশ ও কাজাখস্তানের মধ্যে ডিপ্লোম্যাটিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারী ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সই

গতকাল নিউইয়র্কে জাতিসংঘে কাজাখস্তান স্থায়ী মিশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও কাজাখস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী Murat Nurtleu এর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর নিজ নিজ দেশের পক্ষে তাঁরা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও কাজাখস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা তুলে ধরে বলেন, কৃষি, তৈরি পোষাক, ফার্মাসিউটিক্যালসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। গত ১৪ বছর যাবত বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা থাকায় জিডিপি’র ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বিনিয়োগের রিটার্ন সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করে তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগেরও আহবান জানান।

কাজাখস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাঁর দেশ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে কানেক্টিভিটি বাড়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করেছে। অন্যান্য দেশের সাথে কানেক্টিভিটির এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে তিনি কাজাখস্তানের আগ্রহের কথা জানান। মন্ত্রীদ্বয় ভিসা অব্যাহতি চুক্তি দু’দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন।

#

মোহসিন/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কামাল/২০২৩/১২৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৯৭৯

**নিউইয়র্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাথে ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার বৈঠক**

নিউইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বৈদেশিক নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ও মন্ত্রী Taye Atske-selassie। গতকাল নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

ড. মোমেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা বৈঠকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার দূরদর্শীতায় বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়ে খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ইথিওপিয়ায় কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে কৃষিতে বাংলাদেশের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উভয় দেশ লাভবান হতে পারে বলে তিনি অভিমত দেন।

ইথিওপিয়ার মন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো গভীর করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, শুধু কৃষি ক্ষেত্রে নয়, গার্মেন্টস, ফার্মাসিউটিক্যাল ও তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করেছে। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ বিপুল জনশক্তি রয়েছে যা ইথিওপিয়া কাজে লাগাতে পারে। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের রিটার্ন সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করে ড. মোমেন বাংলাদেশে ইথিওপিয়ার বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের আহবান জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ইথিওপিয়ার সহযোগিতা চান। তিনি ইথিওপিয়ার সাথে সরাসরি বিমান চালুর প্রস্তাব করেন। ইথিওপিয়ার মন্ত্রী এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে জানান।

#

মোহসিন/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কামাল/২০২৩/১১৪০ ঘন্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 978

**Prime Minister's message on World Maritime Day**

Dhaka, 23 September :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of ‘World Maritime Day 2023Õ :

“I am happy that Bangladesh celebrates ‘World Maritime Day 2023Õ along with other IMO Member States and the maritime community on 24 September 2023.

This occasion is of immense significance for us as we are moving ahead to tap the potential of the maritime arena. The Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, enacted "The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974" to tap the potential of the seas. Our government adopted the Territorial Waters and Maritime Zones (Amended) Act, 2021, as a modernized version of the previous act.

Bangabandhu Sheikh Mujib established a number of institutions and, enacted laws and rules for economic emancipation through the best use of maritime resources. We established Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University.

I believe this year's theme, "MARPOL at 50 - Our commitment goes on," resonates deeply with our shared responsibility to protect and preserve our oceans from maritime pollution for sustainable development.

For half a century, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) has stood as a beacon of hope for a cleaner and healthier marine environment. As we commemorate the 50th anniversary of MARPOL, we acknowledge the progress made in reducing pollution from ships and promoting sustainable shipping practices worldwide.

Bangladesh, with its extensive coastline and rich maritime history, understands the profound impact of maritime activities on our environment. We have long been adopting severe measures to prevent pollution from ships and enhance the safety and sustainability of our seas.

By upholding MARPOL's principles, we contribute not only to the well-being of our nation but also to the global cause of environmental conservation.

On this World Maritime Day, let us recommit ourselves to the ideals of MARPOL. Let us work together to ensure that our commitment endures and that our oceans remain a source of life, inspiration, and prosperity for generations to come. I wish ‘World Maritime Day 2023’ a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.ÕÕ

#

Shakhawat/Zulfikar/Rabindra/Saida/Masum/2023/1200 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 977

**President's Message on World Maritime Day**

Dhaka, 23 September:

President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of World Maritime Day 2023 :

“I am pleased to learn that Bangladesh is celebrating ‘World Maritime Day 2023’ along with other IMO member states.

Maritime industry is at the heart of international trade and commerce. The world relies on shipping to transport more than 90% of the trade by volume including food, medical goods, fuel, raw materials, and manufactured goods across the globe. These extensive economic activities increase the risk of marine environment pollution by ship from operational or accidental causes. Since its inception, MARPOL (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) has served as a beacon of environmental responsibility, guiding maritime nations towards cleaner seas and a more sustainable future. On MARPOL's golden jubilee, the theme, 'MARPOL at 50-Our Commitment goes on' is timeworthy which eventually encapsulates nation's dedication to curb marine pollution and preserve the marine environment.

Blessed with a thriving maritime heritage, Bangladesh strongly recognizes the connection between a healthy marine environment and the well-being of our people. Bangladesh proudly stands among those nations that have embraced MARPOL's principles, translating them into tangible actions for the greater good. Over the years, we have strived to align our practices with the convention's mandates, making strides towards cleaner air, cleaner water, and reduced marine litter.

Maritime sector plays a vital role in Bangladesh's economy. Our maritime trade and commerce has been scaled up to a new height contributing to overall economic development. To build a more sustainable maritime future, Bangladesh is working to combat the challenges posed by marine pollution and climate change. Government is expanding port capacity and other infrastructure to facilitate the development of maritime sector. I hope all authorities and stakeholders would embrace innovation and technology as tools to reduce emissions, minimize waste, and preserve ecofriendly marine environment.

I wish 'World Maritime Day 2023' a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

### Rahat**/Zulfikar/Rabi/Saida/Koli/**Kamal/2023/**1150** hours

Not to publish before 5 PM